BMS NSW

Dr Shaila Islam

I have been a memeber with BMS NSW since it's inception. Like alot of the early members we remember when this organisation was fragile and small, now it had turned into a professional and engaging organisation that serves its memebers and this is something we should all be very proud of. I know I certainly am.

Why I wanted to be involved with this organization from the start even though I had young children in school who needed my time and attention was that the benefit to our community is very importnant and the doctors of the future who will come from our community will need support when they are older and working. Junior doctors locally or from Bangladesh that enter the system find it hard to navigate just like we did, so if we can create a safe place for them to share and learn it will be a good outcome for all Bangladeshi doctors and the overall community.

In the eighth year of BMS NSW had the honour of becoming President. I had a number of goals, one of which was engaging the younger members to the organisation so that we can access their talent and intelligence. We needed them more than anything to continue running and to share their experiences to the younger ones coming through. I also wanted to help push BMS NSW to be a teaching & educational joke for doctors not just a social club, balance of these two agendas will always make a better organisation. I hope I have helped in achieving these goals but it is not only my efforts but the efforts of those who helped during my time as President.

Now I believe BMS is flourishing and will continue to do so for many years to come and in this 12th anniversary it is very much a proud moment to have been honoured to be apart of the organisation.

We should remains unified and free from personal gain and benefit only the community of doctors but all Bangladeshi communities as that is where we socialise and live. All good organisations have check and balances and regardless of any difficulty we need make sure BMS NSW and the members it serves and the. community it belongs to always is the main focus.

BMS NSW is a big family and like all families we cannot live without one another and we need to exhibit love, patience and respect for each and every person and ensure that we are good role models as doctors and as community members for the generations to come.

My best wishes!!

MY TIME WITH BMS NSW

Dr Rashid Ahmed

I moved to Australia in 2013 from New Zealand with my family and came to be a member of BMS-NSW within that year. We had attended various programmes, which is how I came to know about the organisation, and in September of 2014, a new EC committee was formed where I was elected as General Secretary of BMS-NSW.

The General Secretary role was a big task, but at the same time it was rewarding. I was already familiar with many of the other members as they also immigrated from New Zealand, they made my time there much more enjoyable. The task at hand was gruelling and time consuming, but the growth that BMS-NSW has shown over the years makes it clear that it was worth it. There were a lot of steps that were taken during my tenure as General Secretary to improve the structure of the organisation. First, I wanted to work towards creating a new website as the previous one was very outdated and didn't meet our needs. In early 2015, I proposed this in an EC meeting and most of the members agreed. There was a tight budget but we managed to make it work. A Bangladeshi friend of mine in IT agreed to do the website, and after many meetings the site was up and running in 2016. The new website had many tools such as a PayPal feature, that made it easier for membership renewals and for new members to join. The PayPal feature was a huge improvement from our previous website, as prior memberships were initiated by filling out paperwork and paying fees through bank transfers, which was somewhat of a deterrent for new members that wanted to join. The new website streamlined this process, and this is evidenced with membership numbers doubling during my tenure. The website has since been upgraded by our current IT personnel and enriched by our Publication secretary Dr Fazle Rabbi.

Secondly, I also wanted to focus on increasing the number of members by holding annual cultural programs and educational events, which was a great success. In 2015, I recommended inviting a dear friend of mine from New Zealand, Dr Heubert D'cruze who is a very talented singer to perform at the Annual Cultural program. His performance was one to remember, and was surely a highlight in the history of BMS cultural programs. The following year we had the privilege of hosting the legendary Kanak Chapa to sing in the 2016 program, which was also hugely successful.

The CME activities were another highlight for me during my tenure as a President, we conducted 4 sessions which were a triumph for BMS-NSW, with 95 doctors participating in the CPR session. I believe the CME activities are very important and hope they continue in the future.

My most proud achievement as President was our charity efforts, both locally in Sydney and across the globe in Bangladesh. Our work was during the COVID-19 Pandemic, and I am proud to say we donated $30950, which was a combination of generous member donation and from the BMS-NSW fund. In Bangladesh we assisted the disadvantaged in the rural areas of Thakurgaon, Bagherhat, Lalmonirhat, Pabna, Noakhali, Dhaka and Netrokona districts.

Working with BMS has been very fulfilling, and I am happy to say that a lot has been accomplished over recent years. I hope the organisation will continue to grow and do good in the future.

আমাদের বি এম এস

ডাঃ মতিউর রহমান

নশ্বর পৃথিবী থেকে আমাদের সবাইকেই চলে যেতে হবে একদিন। মানুষ চলে গেলেও সে তার কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। আর একজন মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থকতা হলো চলে যাবার পর অন্যরা তাকে কিভাবে স্বরণ করে, মনে রাখে। বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস (BMS of NSW) এর ১২ বছর পূর্তিতে সংগত কারণেই মনে পড়ছে সগঠনটি গড়ার পিছনের ইতিকথা। সিডনীতে বসবাসরত চিকিৎসক এবং এরসাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশিদের জন্যে গর্ব ও ঐতিহ্যর একটি সংগঠন হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস।

২০১০ সালের অগাস্ট মাসে এর প্রথম কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় সিডনির বাইসেন্টিনাল পার্ক ওয়াটার ভিউ রেস্টুরেন্টে। তারও আগে ২০১০ সালের জুন মাসে আমি এবং ডাক্তার সাদেক হোসেন প্রথম মিলিত হই ডাক্তার শরীফ-উদ-দৌলার বাসায়। পরবর্তীতে ডাক্তার আয়াজ চৌধুরী এবং ডাক্তার জেসি চৌধরীর বাসায় মিটিং এবং রৌজহিল কমিউনিটি সেন্টারে এড হক কমিটি গঠিত হয়। এতে ডাক্তার শরীফ-উদ-দৌলার কনভেনর এবং আমি জয়েন্ট কনভেনর নিযুক্ত হই। এভাবেই সিডনি বসবাসরত বাংলাদেশী চিকিৎসকদের বহুদিনের প্রচেস্টা, স্বপ্ন, এবং আন্তরিকতায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস। একটি নতুন সংগঠন গড়া এবং তাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আজো মনে পরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেম্বার ফর্ম পূরণ করা এবং মেম্বারশিপ ফী সংগ্রহ করার সেই স্মৃতিময় দিনগুলো। একটি সংগঠনের শূন্য তহবিল থেকে একটা সম্মানজনক তহবিল গড়ে তোলার প্রানান্ত প্রচেষ্টায় আজ আমরা অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন চ্যারিটি এক্টিভিটিজ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

সিডনি বসবাসরত সকল চিকিৎসকদের একটি দৃঢ় ছায়ায় সমবেত করা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা, একে অপরকে জানা সেইসাথে একটি পারিবারিক বন্ধন তৈরি করার প্রয়াসে প্রবাসী ডাক্তার হিসাবে আমরা যেসব প্রতিবন্ধিকতা ও প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়েছি তা একটা দক্ষ সংগঠনের ছত্রছায়ায় সমাধান করাই ছিলো বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস-এর মূল লক্ষ্য। আমাদের আরো একটা উদ্দেশ্য ছিলো নুতন আসা বাংলাদেশী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান মূলধারার হেলথ সিস্টেম এ প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়াকে সহজ করা। সেইসাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশী চিকিৎসক ও তাদের পরিবারকে সার্বিক সহায়তা করার ইচ্ছা আর সেই উদ্দেশ্যে আমরা গড়ে তুলি বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস BENEVOLENT ফান্ড।

বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস

বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস ২০১০- ২০২২, এই দীর্ঘ ১২ বছর সময়ে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছে সিডনির চিকিৎসক পরিবারগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করা, ডাক্তার ছাড়াও অন্যান্য পেশার ও কমিউনিটির সাথে কাজ করা এবং তাদের মধ্যে আশ্বাস তৈরী করা যে চিকিৎসকরাও সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার সারথি রূপে সবসময় সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণের জলোচ্ছাস (Ayla Project), রানা পাজা ডিজাস্টার, বাংলাদেশ ক্যান্সার হাসপাতাল ,বন্যা দুর্গতদের সাহায্য এবং সম্প্রতি Covid-19 মহামারী সময়ে আর্থিক সহায়তা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং এডুকেশন দিয়ে সাহায্য করেছে। এছাড়াও এই সংগঠনটি ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রদেশের মেডিকেল সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেস্টায় গড়ে তুলে "ফেডারেশন অফ মেডিকেল সোসাইটি অফ অস্ট্রেলিয়া "(FBMSA) যা বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়ান চিকিৎসকদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছে এবং প্রবাসী দক্ষ বাংলাদেশী চিকিৎসক হিসেবে তৈরী করতে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস তাঁদের প্রত্যাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আউটডোর এক্টিভিটিস এবং এডুকেশন সেমিনার করে যাচ্ছে যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে জানার, বোঝার ও পরিচর্যা করার পরিবেশ তৈরী করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস আজ এক যুগ পূর্ণ করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে প্রবীণ এবং নবীণ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠছে BMS পরিবার। এর উত্তরাত্তর সাফল্য কামনা সহ আশা করি বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি অফ নিউসাউথ ওয়েলস এবং এর আগামী কমিটি তাদের মেধা, শ্রম এবং প্রজ্ঞা দিয়ে সংগঠনটির ভাবমুর্তিকে আরও এক নুতন মাত্রায় নিয়ে যাবে।

Education – BMS of NSW

Dr Najmun Nahar

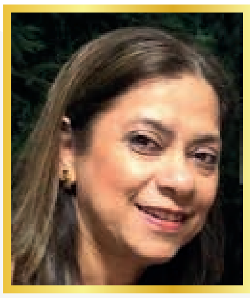

Twelve years have passed since the inception of Bangladesh Medical Society of NSW. I am proud to be part of this society and believe I have played an integral role along with the education sub-committee, in bringing the education portfolio to the robust form that it is in now.

We started off small and slow but steady. Over the years we have been mindful in getting feedback and tailoring to the needs of our members. Therefore, there have been many changes to troubleshoot each problem as it came up.

Our mission and vision highlight our intentions to create a cohesive group of doctors of Bangladeshi origin, to act as a bridge towards integrating into the Australian medical system, providing mentoring, education, exchanging knowledge and promoting learning of the state-of-the-art medicine both as a group and at an individual level.

EDUCATIONAL ACTIVITY

Majority of our members are General Practitioners and graduates from medical schools in Bangladesh (IMG). Additionally, the number of local graduates is increasing with time and our hope is to engage them to help inform and educate the IMGs as they come along.

In 2010, the first Education subcommittee came up with an education program that tailored to AMC candidates for the MCQ and clinical segments, those who have completed the AMC examinations and are awaiting jobs and those who are in the Australian medical system but to be streamlined. Also, in this program were included GP registrars in training.

This has been a work in progress and will continue to do so as various changes occur with time.

IMG

Our initial venture was to provide some didactic lectures for our IMGs in preparation for the Australian Medical Council (AMC) MCQ paper and side by side, we also commenced some interactive sessions for case presentations for those contemplating sitting for the clinical segment. Members of the education-subcommittee, Executive committee and general members contributed selflessly to participate in these teaching sessions held after-hours. Initial classes were held in a conference room at Auburn hospital and there was good attendance from the IMGs. Planned mock exams for the MCQ and clinicals were held as well.

As people crossed the hurdle of the AMC exams then reality struck as to how to enter the system where there were so many barriers. We recognised the need for observership in hospitals and general practice rooms to familiarise with the Australian standards, importance of succinct CV writing skills and interview/presentation skills going forward.

In this era of social media, pleasingly many collegiate groups formed that were helping each other with the preparation for the MCQ exams and gradually the need for didactic lectures and mock exams for the MCQs has declined.

Acknowledging this shift in demand, we have been in communication with the IMGs on a regular basis to determine the changing needs and challenges so that our program can provide an ongoing meaningful education/ teaching/mentoring plan.

There are many barriers for the IMGs sitting the clinical examinations and following completion of the exams as well.

Notably the lack of familiarity and awareness of the Australian medical system and standards

was identified at the outset and we made a list of available GP practices and hospital departments who would be willing to provide observerships and many of the candidates have availed this opportunity prior to their clinicals or on completion of their AMC exams while awaiting interviews for jobs.

However, with time there have been stipulations of recency of training, hospitals limiting or not allowing observerships and this has had a major impact on many. Currently, we have two hospitals in the outskirts of Sydney who continue to offer this to the IMGs including many GP practices.

Besides this, we have been regularly conducting mock clinical examinations similar to the AMC clinical examinations and there has been excellent feedback on the usefulness of this and requests to continue.

For the last few years, our emphasis has also been on the content and format of the CV to allow visibility of the most relevant information for an interview panel to read in a succinct format. We have been holding workshops for CV writing and looked at many resumes and facilitated formatting where possible.

One other important step we have taken is to conduct mock interviews in real-time so that the AMC candidates are able to experience presenting in front of an interview panel and provide answers to common questions. This has been very well received by the candidates.

GP REGISTRARS and GPs

Accredited CPR courses and procedural workshops have been conducted for GP trainees and IMGs incorporated with the Annual Scientific meeting.

Workshops and webinars to update are constantly being held.

ANNUAL SCIENTIFIC MEETINGS

One of our aims was to hold an Annual Scientific meeting where all the members would meet once a year. This would allow us the opportunity to update and exchange knowledge, provide a platform for networking and mentoring of IMGs who are preparing to enter or are new entrants to the Australian medical system.

We started off with a simple scientific program within ourselves and our own members presenting. However, over time this has flourished to really high standards with eminent speakers from various medical or related fields. Thankfully we have had support from many sponsors within our medical community and outside. BMS of NSW remains one of the largest, most active organisations integrating overseas doctors into the Australian medical workforce.

We have conducted an ASM every year except during the pandemic.

IMPACT OF COVID-19 and EDUCATION

The pandemic with Covid-19 did not deter BMS of NSW in keeping in touch with the members and continuing educational support.

With the increased use of online tools such a Zoom links, we were able to conduct webinars and provide awareness of the impact of Covid-19 and inform our community of the dos and don'ts on behalf of BMS of NSW. This generated a great response from the public who were in some cases struggling with the concept of isolation, enhanced emphasis on hygiene amongst other things.

Using this same platform, programs highlighted above such as mock interviews were conducted. This had a positive impact on everyone's morale, being in isolation or in limited contact with others.

CONCLUSION

BMS of NSW education sub-committee continues to provide a commendable service to the medical community of Bangladeshi origin.

Many thanks to the Executive Committee, general members of BMS of NSW for their ongoing patronage.

I feel particularly privileged to be one of the pioneers in leading this team and I believe that we will continue to flourish into the foreseeable future.

CULTURAL AND SOCIAL WELFARE ACTIVITIES OF THE BMS NSW

Dr Faizur Reza Emon

One of the primary missions of the BMS NSW is "to establish good health and good will' for the members. Entertaining activities can refresh our minds and preserve our mental health as well as emotional well-being. There is a close relationship between culture and entertainment. Cultural activities and group entertainment bring us closer to our friends and families. It brings happiness to our life. These events are essential in preserving our cultural heritage and transmitting our social and cultural values and history to our children and families. Hence, we have been organizing a yearly get-together and cultural program that provides a platform for our members and their children to nurture and show their talents in various fields.

16th April 2011	River Cruise, Sydney. The very first outing with the members and their families.
17th September 2011	BMS Annual Convention & Cultural Program at Cherrybrook Community Centre. Cultural show performed by local band 'Oikkotan' and our members and their families.
9th June 2012	Picnic and Family Day Out at Bobbin head, Sydney.
29th Sept 2012	Annual Dinner & Cultural Program at Strathfield Town Hall, Strathfield. Cultural show performed by local artist Mrs Refat Bita and our members and their families.
29th Nov 2013	Annual dinner & Cultural Program at Strathfield Town Hall, Strathfield. Cultural show performed by famous Bangladeshi artist Fahmida Nabi and our members and their families.
7th April 2013	Sydney Harbour Cruise.
5th April 2014	Annual Picnic & Family Day Out at Cattai National Park, Sydney.
25th October 2014	Annual Dinner & Cultural Program at Auburn Community Centre Cultural show performed by our members and the local Bangladeshi band "The Crew".
9th May 2015	Annual Dinner & Cultural Program, Redgum Community Centre, Wentworthville. Cultural show performed by our members and Dr Hubert D'Cruze from New Zealand.
15th November 2015	Annual Picnic & Family Day Out at Newcastle Foreshore Park.

30th April 2016	Annual Dinner & Cultural Program at The Redgum Community Centre, Wentworthville.Cultural show performed by famous Bangladeshi singer Kanak Chapa and our members and their families.
30th July 2016	Eid Reunion and Meet & Greet the local Bangladeshi medical graduate at Berala Community Centre.
29th April 2017	Annual Dinner & Cultural Program at The Redgum Community Centre, Wentworthville. Cultural show performed by Famous singer Samina Chowdhury.
25th November 2017	Annual Picnic & Family Day Out at Mount Annan, Sydney.
7th April 2018	Annual Dinner & Cultural Program at the Orion Function Centre, Campsie. Cultural show performed by legendary Bangladeshi singer Sabina Yasmin.
21st July 2018	Eid Reunion at The Redgum Community Centre, Wentworthville
13th April 2019	Celebration of Bengali New Year & Picnic, Cataract Dam, NSW.
21st July 2019	Music Gala Night at the Marana Auditorium, Hurstville.Cultural show performed by legendary Bangladeshi singer Andrew Kishore, Mesbah Rahman (Different Touch), Ronti Das & Nongor band.
3rd June 2021	Online Cultural Program (via Zoom) in conjunction with the Federation of Bangladesh Medical Society of Australia.
19th March 2022	Annual Picnic & Family Day Out at Mount Annan, Sydney.
18th June 2022	Annual Dinner and Cultural Program at Liverpool Catholic Club This long awaited largest cultural show was participated by almost 300 doctors and the show was performed by our talented members and their families.
26th November 2022	Picnic & Celebrating 12th Anniversary of the BMS NSW at George Thornton Reserve, West Panant Hills, Sydney.

Apart from these, we gather at Ashfield Shaheed Minar every year in February (since 2017) to remember our language heroes and pay tribute with solemn dignity who scarified their lives in 1952.

SUMMARY OF THE DONATIONS IN AUSTRALIA AND BANGLADESH

The Bangladesh Medical Society of NSW has donated more than $120,000 for the past 12 years and it was only possible due to generous contributions from our members.

2013-14	For the victims of the Rana Plaza Collapse. The fund was donated to the centre for the rehabilitation of the paralysed (CRP)	$3,000
2014-15	Gorkha Earthquake, Nepal. The fund was donated through UNICEF	$1,000
2015-16	To the family of the car accident victim of a Bangladeshi doctor working and living in NSW	$18,000
2016-17	ENT Cancer Hospital, Bangladesh	$12,000
2016-17	Kibria appeal, fund donated through Shapla Shaluk Lions Club	$1,750
2016-17	Flood appeal, fund donated to Australia Bangladesh Disaster Relief Committee	$2,000
2017-18	To the Govt of Bangladesh for the flood affected Victims	$3,500
2017-18	To Australian Govt 'Farmers Draught Appeal"	$5,000
2019-20	NSW Rural Fire Services Volunteers and their families affected by Bushfire	$12,000
2019-20	Bangladesh Lung Foundation Bangladesh Cancer Foundation Ibrahim Memorial Hospital Doctor's voluntary organization	$30,000
2020-21	Homeless Support Services for Women in South Western Sydney through Viqarunnisa Alumni Australia	$1,000
2020-21	To the family of a Bangladeshi doctor living in Queensland who died unexpectedly from a cardiac event.	$3,000
2021-22	Donation to the Kids on Wheels Alliance	$1,400
2021-22	Flood donation to Sylhet, Bangladesh	$18,000

DONATIONS FOR THE COVID VICTIMS IN NSW & BANGLADESH (SEPT TO NOVEMBER 2021)

- Food donations for the COVID affected families in Sydney through "Lighthouse Community Support" Lakemba — $2,800
- Gift cards to COVID affected Bangladeshi students and families living in NSW — $5,000
- COVID victim families in Sultanpur, Bagerhat — $3,500

DONATIONS FOR THE COVID VICTIMS IN NSW & BANGLADESH (SEPT TO NOVEMBER 2021)

• COVID victims through "Manobik Shawkot", Noakhali	$3,500
• Voluntary Doctors Organization in Dhaka	$2,000
• Charity organization 'Sohai' in Thakurgaon	$2,000
• To purchase Oxygen cylinder through Songjog, Netrokona	$2,000
• Food donation in Lalmonirhat	$2,000
• Australia Bangladesh Disaster Management	$2,000
• Distress Children & Infant International (DCI)	$2,000

Culture is fundamental to the concept of ethnicity. Even though we live thousands of miles away from our beloved motherland, but we love to have the sense, flavour and taste of our culture. The yearly get-together, cultural events, picnics etc., give this opportunity and create solidarity, cohesion, community empowerment and ethnic pride. We endeavour to continue our effort in the years to come.

We have come thus far and have become one of the most successful organizations in Australia due to unconditional support & contributions from our members and their families. The Bangladesh Medical Society of NSW is a little piece of Bangladesh for the BMSians, NSW.

Long live BMS, NSW. Let's not forget "United we stand, divided, we fall".

প্রতিধ্বনি – একটি ম্যাগাজিনের জন্ম কথা

ডাঃ ফখরুল ইসলাম

প্রতিধ্বনির যাত্রা শুরু হয় বিএমএস এর সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-তে। প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২৯শে এপ্রিল ২০১৭ সালে। তারপর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে প্রতিধ্বনি ম্যাগাজিন। প্রতিধ্বনি প্রকাশনায় কাজ করে যাচ্ছে একদল স্বেচ্ছাসেবী মানুষ। পরিবারটির নাম হচ্ছে বি এম এস। আর এই বি এম এস এর প্রকাশনা সম্পাদক এর নেতৃত্বে এর কিছু সদস্য প্রতি বছর নিস্বার্থ পরিশ্রম করে প্রকাশ করে প্রতিধ্বনি ম্যাগাজিন।

পেছনের গল্প

গল্পের শুরুটা বি এম এস এর সপ্তম বর্ষপূর্তির বেশ কয়েকদিন আগের। সেদিন ছিল বি এম এস এর চতুর্থ কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা।

সভা চলছে। সদ্য নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির বার্ষিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে. আলোচনা হচ্ছে "Annual Dinner and Cultural Program ২০১৭" উদযাপন নিয়ে। মতামত দিচ্ছে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ। আলোচনার এক পর্যায়ে বি এম এস এর পক্ষ থেকে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এর আগেই অবশ্য আমাদের কয়েকজনের মধ্যে ম্যাগাজিনের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রাথমিক আলাপ হয়েছিল। বেশ অনন্য এই ধারণাকে উপস্থিত সবাই সাধুবাদ জানায়। দায়িত্ব পরে প্রকাশনা কার্যকরী কমিটির ওপর ম্যাগাজিনের বিষয়ে তদারকি করার জন্য।

কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা হয় Kellyville Ridge এর ২ Gunsynd st এ. এই মিটিং এ কমিটির অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় প্রকাশনা কমিটির স্থলে "বার্ষিক ডিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রকাশনা" নামে নতুন একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন সভাপতি ডাঃ মতিউর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মীরজাহান মাজু। সভায় ম্যাগাজিনের নাম, লেখা ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, কভারপেজ, বিজ্ঞাপনের মূল্য ইত্যাদি বিষয় সহ ম্যাগ-াজিনের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একই সাথে দায়িত্বও বন্টন করা হয়।

তখনও ম্যাগাজিনের জন্য "প্রতিধ্বনি" নামটি ঠিক করা হয় নি। বি এম এস এর সব সদস্যদের কাছ থেকে নাম আহবান করা হয়। যতোটুকু মনে পরে আমরা বেশ কিছু নাম পেয়েছিলাম। নামগুলো ছিল প্রতিধ্বনি, আলোর মিছিল, পদ্ম, লুব্ধক, স্পন্দন, গহীনের শব্দ ও আরোগ্য। এর মধ্যে ডাঃ রাব্বির প্রস্তাবিত 'প্রতিধ্বনি' নামটি সর্বাধিক ভোটা পায় এবং পরবর্তীতে কার্যকরী হকমিটির সভায় এই নামটিই চূড়ান্তকরা হয়।

প্রতিধনির প্রথম সংখ্যাটা তিনটি কারণে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমতঃ, প্রথমবারের মত বি এম এস এর সৃষ্টির ইতিহাস লিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এতে এর জন্মলগ্ন থেকে জড়িত সবার মতামত নেয়া হয়। সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ হলেও সবার আন্তরিকতা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ, বি এম এস এর সকল সদস্য এবং পরিবার এর অন্যান্য সদস্যদের প্রতিভার উন্মেষ করার সুযোগ ঘটে। প্রথম প্রকাশনার সাফল্যের পর আমাদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

তৃতীয়তঃ, ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়- যা পরবর্তীকালে বি এম এস এর অনেক কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

প্রথম সংখ্যা হিসেবে আমাদের মূলতঃ দুটো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমটা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা জোগাড় করা। আমরা দু দুবার সময় বাড়িয়ে ছিলাম। অনেককে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে লেখা জোগাড় করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ব্যক্তিগত সখ্যতার অধিকারে অনেকটা ঘোষণার সুরে জানিয়ে দিলাম, লেখা দিতে হবে। আমরা সবার কাছে এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয়ত সমস্যা ছিল - বাংলা লেখা। আজ আমরা অনেকেই বাংলা টাইপ করতে পারি। সে সময় হাতে গোনা কয়েকজন এ ব্যাপারে পারদর্শী ছিল। অনেক লেখা আমরা পেয়েছি - হাতে লেখা পান্ডুলিপির ক্যামেরায় তোলা ছবি।

প্রথম সংখ্যার পর বিএমএস এর প্রকাশনা সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে আরও তিনটি সংখ্যা। প্রথম তিনটি ম্যাগাজিনের সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম আমি নিজে। ডাঃ রাব্বি প্রতিটি ম্যাগাজিনে এ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। চতুর্থ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেন ডাঃ রাব্বি। মাঝে মহামারীর জন্য একবছর এর বিরতি। পঞ্চম সংখ্যা বেরোচ্ছে। ভাবতেই অন্য একধরনের ভালোলাগার অনুভূতি।

আগেই উল্লেখ করেছি বি এম এস পরিবারের একদল স্বেচ্ছাসেবীর মানসিকতা এবং সহযোগিতা-পরায়ন সদস্যের বিরতিহীন কর্মের ফসল এই ম্যাগাজিন। সেই সাথে ছিল নেতৃত্বে আসীন সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন। অনেক সুপ্ত লেখকদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে এই ম্যাগাজিন। পরবর্তী প্রজন্মের তুলিতে সৃষ্ট অনেক চিত্রকল্প এতে এসেছে। প্রকাশিত হয়েছে বি এম এস এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তোলা অসংখ্য ছবি। পথে যাদের সাহায্য পেয়েছি, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। প্রকাশককে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত এটাকে সবার কাছে নিয়ে আসার জন্য।

এরমধ্যে প্রতিধ্বনির পাশাপাশি ডাঃ রাব্বির সম্পাদনায় বি এম এস এ বছর StethOZ নামে একটি সাইন্টিফিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। StethOZ এর আত্মপ্রকাশ ছিল বি এম এস এর আরেকটি সাহসী উদ্যোগ।

এভাবেই প্রতিধ্বনি কখন যেন হয়ে গেছে বি এম এস এর পথ চলার সঙ্গী।

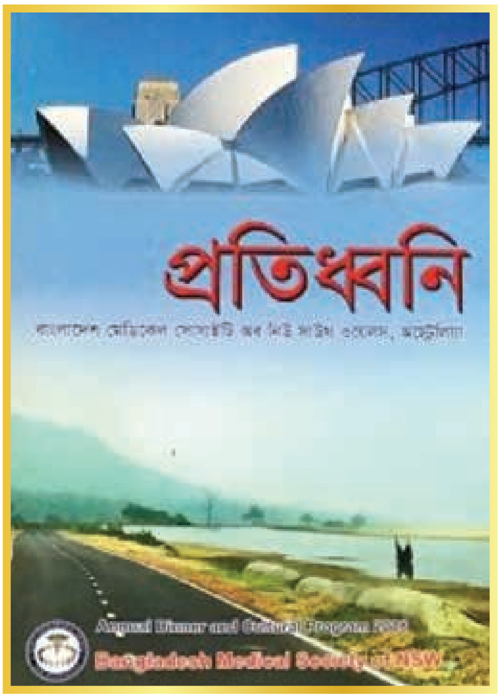

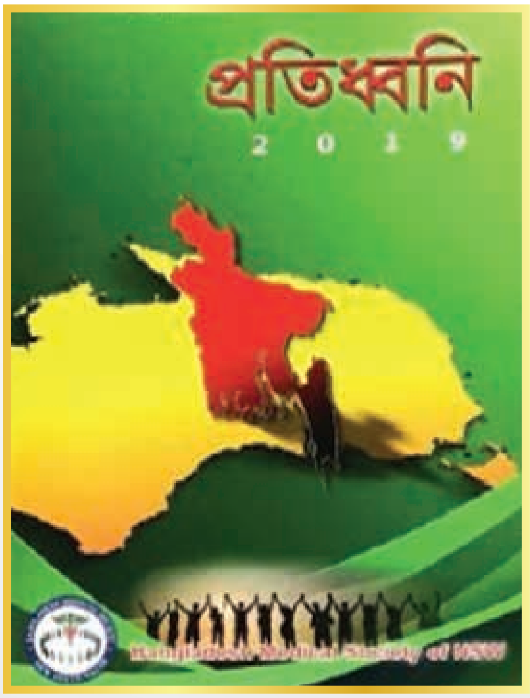

প্রান্তিক প্রতিনিধির গল্প

ইশরাত জাহান শিল্পী

ইদানীংকার বিশ্বে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগের সময় কালে , যুদ্ধবিগ্রহ, জলবায়ু পরিবর্তন, নানা রকম সমস্যার সাথে কিছু শব্দ যেমন racism, discrimination, minority, marginalised , gender equity, gender ideology, sexism, misogyny এমন আরও কিছু শব্দ, প্রায়ই আলোচনায় আসে।

কিছুদিন আগে এক দক্ষিন এশিয়ার এক রাইটার এর "Challenge and resistance of Women empowerment, women leadership" এর উপর আরটিক্যাল পড়তে গিয়ে মনে হলো এর মুলভাবটা বাংলায় প্রকাশ করার চেষ্টা করি ।

লেখিকার একটা অকাট্য যুক্তি হলো এই পর্যন্ত women rights /leadership নিয়ে যত রিসার্চ হয়েছে তার বেশীর ভাগই হয়েছে WEIRED (Western, educated,industrialised, rich and democratic) সোসাইটিতে, বলাই বাহুল্য এই রিসার্চগুলোতে সাবকনটিনেনট এর gender ideology এবং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জরিত জতিলতা উঠে আসেনা ।

গবেষকদের এর মতে genderideology রক্ষনশীল সমাজ থেকে প্রগতিশীল সমাজে অনেক ভিন্ন ভাবে হয়। স্বভাবতই egalitarian societyর কোন নারী কখনই পুরুষ তানত্রিক সমাজে একটা নারীর সমঅধিকার এর সংগ্রাম বুঝবেনা।

দেখা যাক আমরা যারা Westen,Educated, Industrialised , Rich and Democratic countyতে অভিবাসন করেছি, তারা কতটুকু নিজেদেরকে উত্তরন করতে পেরেছি!

পশ্চিমাবিশ্বে অভিবাসনকারীদের inter generational struggle এর কথাতো জানা আছেই । কিন্তু আমরা যারা উন্নত দেশের, উন্নত জীবনব্যবস্থার জন্য অভিবাসন করেছি, তারা এই lands of rules এ বসবাস করে , নিয়মতান্ত্রিক জীবন-জীবিকা করে, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর কতটুকু পরিবর্তন আনতে পেরেছি সেটা সবসময়ই এক আলোচিতবিষয়! দুঃখজনকভাবে হলেও সত্যি, এখানে অভিবাসনকারীদের মধ্যে এবং migrant community diaspora তে domestic violence এর মাত্রা বেশী।

আজকে শুধু আমাদের সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মন মানসিকতার কথা বলবো , যেটা পুরুষ-নারী সকলেই চর্চা করি।

কথা বলবো , যেটা পুরুষ-নারী সকলেই চর্চা করি। যেই জন্য এই কথাগুলো বলা! আমি নারীবাদী কিনা জানিনা। কিন্তু আমিজানি এখনও সমাজে মানুষহিসেবে নারী আর পুরুষ সমান ভাবে সুযোগপায়না ।

আর অনেক বৎসর প্রবাসে থাকার পর বুঝলাম অল্প আর বেশী, এই সত্যটা পৃথিবীর সকল দেশেই বিরাজমান! পরিবার, সমাজে ক্ষেত্র বিশেষে নারী আর পুরুষের রোল অবশ্যই ভিন্ন এবং সম্পুরুক। বিশেষত মাতৃত্ব এবং শারীরিক দুর্বলতার জন্য এখনও যুদ্ধবিগ্রহের সময় সমাজের vulnerable group নারী, শিশু, বৃদ্ধদের রক্ষার্থে প্রাধান্য দেয়া হয়।

কিন্তু সমাজ যখন মধ্যযুগের পেশীশক্তির সময় পেরিয়ে, বুদ্ধি আর টেকনোলজি নির্ভর হচ্ছে , তখন মানব গোষ্ঠীর অর্ধেক নারীজাতিও এই একাদশ শতকে সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরোপুরি অংশগ্রহন করছে।

তাই মেয়েদের representation উৎসাহিত করার জন্য কোটা এবং বিভিন্নপ্রতিষ্ঠানে equity ratio নিশ্চিত করা সমর্থন করি, যেমন করি সমাজের অন্যসকল অসমতা দূর করার প্রচেষ্টাকে।

এই শতাব্দীতে মেয়েদের মাতৃত্বের দায়িত্ত থেকে শুরু করে নিজের আত্মমর্যাদার জন্য অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে গিয়ে নারীদের আরও বেশী সংগ্রাম এবং অন্য ধরনের নানান সমস্যার মুখোমুখী হতে হচ্ছে ।

যেমন আগে সংসারে একজন উপার্জন করতো আর মেয়েরা সংসার নামক যৌথপরিবার এবং বহু সন্তানের প্রতিষ্ঠান চালাতো। তার এই ১৬/১৮ ঘন্টার কর্মকান্ডের কোন অর্থনৈতিক ওজন ছিলনা । কিন্তু একটি সংসারে দুজনেরইসম্মান ছিল, সেটাতো আদর্শ সংসারের কথা বলা হলো । অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, সিদ্ধান্ত নেয়ার বা চলাফেরার করার সুযোগ ছিলনা।

বাস্তবতা হলো পুরুষতানত্রিক সমাজে মেয়েদের রোল পুরুষরাই নির্ধারণ করতো, কালেভদ্র যখন কোন মেয়ে স্বকীয় চিন্তায় এইনিয়মগুলোকে প্রশ্ন করতো অথবা কোন ছেলে যখন মেয়েদের মানুষ হিসেবে সমান সুযোগ পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করতো, তখন তারাও চিহ্নিত হতো এবং এখনও হয়।

এ সবই পুরুষতানত্রিক মানসিকতার ফল, সেই পরিপ্রক্ষিতে আমরা মেয়েরাই বেশী তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহত হই । যেমনসামাজিক বা পারিবারিক ভাবে নারীরাই একটা ছেলে সন্তানকে bread earner হিসেবে বেশী প্রাধান্য দেয়, তাদের মতামতকে বেশী মুল্যদেয়ার প্রবনতা এবং মেয়ে সন্তানকে মানিয়ে চলা , নানান রকম অনুশাসনে বড় করে! আমিও এর বাইরে কেউ নই। হয়তো পরিবারভেদে এর ব্যতিক্রম হয়। আমার পরিবারে আমার পিতা, ভাইদের মতোসমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমারদিকে একটু বেশীই নজর দিতো! তাই মা কখনো মাছের মুড়োটা শুধু ছেলে সন্তানদের দিতে পারতেন না।

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অনেক সময়ই দেখা যায় কোটা রক্ষার্থে একজন নারীকে puppet হিসেবে রাখা হয়। অথবা কোন মেয়ে নিজের জ্ঞান বিবেচনায় কথা বললে তার দিকে একটু অগ্রহ দিলেও , বাস্তবায়নে এখনও সন্দীহান হয়। আচরণটা হলো এ কি করে হয়, নারীরাতো শত শত বৎসর ধরে শুধু ঘরসংসার এর ধারক ছিলো । ঘর নারীর control এ থাকুক কিন্তু সমাজের প্রতিষ্ঠানে!! It's still a big “No”। নারী পুরুষ নির্বিশেষে “We all get very uncomfortable”!!

অনেক ক্ষেত্রেইদেখেছি নারী নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে কিভাবে অসহায় হয়ে যায় । নারী পুরুষ সকলের নেতৃত্ব challenging হতে পারে কিন্তু নারীর obstacle টা unique। একেতো মেয়েরা সবেমাত্র ঘড়ের বাইরে পা দিয়েছে, তাদের কাছে সফল নেতৃত্বের উদাহরণ খুব কম, তার উপর সহকর্মীদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ।

মনে আছে NewZealand মাইগ্রেন্ট কমিউনিটির প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের এক কোর্স এ বিভিন্ন ধরনের কুইজ ডিসকাশন এর পর্বে প্রশিক্ষক gender equity এর উপরে বারবার জোর দিচ্ছিলেন । আরও সমস্যা ছিল ওখানে অনেকেই ওভারসীজ postgraduation ছিল কিন্তু তাদেরএখানে entry লেভেল কাজ শুরু করতে হয়েছিল , তাই যেন বয়সে অনেকছোট কোন নারী রেজিস্টার এর সাথে কাজ করার mindset রেডি করতে পারে, সেই ব্যাপারটায় প্রাধান্য দিচ্ছিল ।

সমাজের minority র struggle এর কথা সবার জানা । নারীরা সংখ্যায় বেশী হলেও, নানা কারনে নেতৃত্বের পজিশন এ কম। যেমন বলা হয় পশ্চিমা দেশে মাইনোরিটি পপুলেশন একাডেমিক ভাবে ভাল করলেও নেতৃত্ব এ কম দেখা যায়।

এই অভিবাসনের দেশটিতে আরও অনেক জটিলতা আছে কিন্তু এই মূর্হুতে ব্যক্তিগত, বা নিজস্ব সামাজিক ক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, কর্মক্ষেত্র এবং পরিবারে সহযোগীতা করাই যেন আমাদের উন্নত মানসিকতার প্রতিফলন হয়, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও অনুকূল পরিবেশ আনবে।

Feminism বা নারীবাদ নিয়ে অনেক নেতিবাচক ধারনা প্রচলিত আছে, বিশেষ করে নারী স্বাধীনতার অপব্যবহার নিয়ে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার আলোকে সমসাময়িক সময়ে নারীর পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে demanding roleকে সাপোর্ট না করে, শুধু সমালোচনা কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে শুধুই সময়ের বিপরীতে হাঁটার প্রচেষ্টা মাত্র।

সেই কবেই তো কবি গেয়েছেন .. “ এ বিশ্বের যা কিছু মঙ্গল আর কল্যানকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”

মানুষের পাশে বি এম এস

ডাঃ ফাহিমা সাত্তার

বি এম এস এই সিডনির বুকে অতি পরিচিত এবং সফল একটি প্রতিষ্ঠান। এ যেন এক ধ্রুব তারা যা নি:স্বার্থ ভাবে পথ দেখায় নাবিকদের। আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হবার জন্য বি এম এস বিভিন্ন সময়ে ট্রেনিং, সেমিনার এবং এর সিনিয়র ডাক্তাররা পরামর্শ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকেন। আমি এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হই ২০১২/২০১৩ সালে। সেই থেকে এ যেন আমার পরিবারের একটি অংশ।

বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত জুনিয়র ডাক্তারদের সাহায্যে সহযোগিতার পাশাপাশি বি এম এস বেশ কিছু জনকল্যাণ মূলক কাজের সাথে জড়িত। সময়ের সাথে সাথে দেশে এবং বিদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বহুবার।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে হচ্ছে চ্যারেটি অর্গানাইজেশনকে সাহায্য করা। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে DCI। "Distressed Children & Infants Intl । এই অর্গানাইজেশনটির অনেক গুলো কার্যক্রম রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "Sun Child Home " পঞ্চাশ জন এতিম মেয়ে বাচ্চাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই হোমটি। ভাগ্যক্রমে আমি এবং আমার পরিবার এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত। আমার ছেলেরা আর আমার জানা মতে আমাদের নেক্সট জেনারেশনের আরো অনেকে এই সংগঠনটির মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত বাচ্চাদের সারা বছরের জন্য স্পনসর করে থাকে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেশ কয়েকবার আমরা তাদের সাথে দেখা করি। ডাক্তার এহসান হক এবং ড: নিনা হক এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা।

পরিশেষে বলতে চাই সাফল্যের ১২টি বছর পার করেছে বি এম এস। মানুষের পাশে থাকার এই ধারা অব্যাহত থাকুক যুগ যুগ ধরে সেই প্রত্যাশা বি এম এস এর কাছে।

অনেক ভালোবাসা বি এম এস কে।

ইচ্ছেঘুড়ি

শাহনাজ পারভীন

আমি গল্প বলি। আবার নিজের গল্পই নিজকানে আমি শুনতে পাই। আমার গল্পে বাস্তবতার ছোঁয়ার চাইতে কল্পনার মোহ বেশী থাকে। আমি কল্পনায় আবিষ্ট হয়ে পড়তে পছন্দ করি। বাস্তবতা আমাকে সমুখে বা পেছনে ভয় দেখিয়ে অভ্যস্ত ভয় এড়িয়ে চলা এখনো আমার অভ্যাসে পরিনত হয়নি। তাই ভয় পাই। ভয়কে আমি ভীষণ ভয় পাই।

আমি কল্পনায় স্বপ্নের লাল নীল ঘড়ি বানাই। সেখানে আমার দৌরাত্ম্য দেখে সকলেই ভারাক্রান্ত হয়। আমি পলকে ঘুড়ি নিয়ে এপাড়া থেকে ওপাড়া এপার আর ওপার স্বদেশ কিংবা বিদেশে পাড়ি জমাই। স্বপনে কিংবা কল্পনায় ঘুড়িগুলো সতেজ উজ্জ্বলআর লাস্যময়। উড়ে উড়ে সকল প্রান্তের চিহ্ন রেখে আসে। আমার রঙিন কল্পনায় আমিও থাকি আর দেখতে দেখতে অনুভবে সবপেয়ে যাই। আমার দৃশ্যে পরিষ্কার করে কেউ কেউ ছবি আঁকে, কেউবা জীবনের গান হৃদয়ে মাখে, কষ্ট আর কাঠিন্য দাপটের সাথে দেহে আর অবয়বে বহন করে চলে। আমার সারা আকাশ জুড়ে লিখা নীল কষ্ট গুলো তাদের ছুঁয়ে দিতে চায়। আমি কিন্তু আনন্দ দিতে পারি না।

দূরন্ত আকাশ তবু থামে না। দূর দূরীনত থেকে আমার আমন্ত্রণ আসে। আমার আকর্ষন দূর্নিবার। আমি ঘুরে ঘুরে রহস্যের জালে বোনা মানব হৃদয় ছুঁয়ে দেখি পৃথিবী দেখার ছলে। কোথায় কোথায় দেখি কি কি দেখলাম কি দিয়ে কি ছুঁয়ে দিলাম তারহিসেব রাখা আমার হয়ে উঠেনা। প্রকৃতি ত্রসত পায়ে জানান দেয় ওরা সাথী। ওরা সাক্ষী ওরা সমব্যথী ওরা আনন্দিত ওরা পুরষ্কৃত ওরা সমাদৃত আর ওরা আমার ভালবাসার চাদরে আবৃত।

আমার কষ্ট লোভনীয় হয়ে ওঠে আর আমি সকলের জন্য না হলেও অন্তত নিজের জন্যে তো কাঁদি।

My Beautiful Kitten... Mimiko

Zayaan Faisal

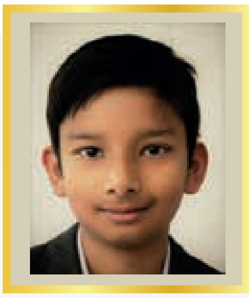

I looked around the adoption shelter,
Shining eyes of the caged kittens – waiting to be loved,
A small tabby hides in the corner,
I brought her home with me, named her 'Mimiko'.

Cats are domestic species of a small carnivorous animal. They can live for up to 18 years!

Millions of cats are abandoned each year by poor-hearted citizens. How would you feel if you were dumped on the streets all alone with no food or water? We need to help these vulnerable little cats left alone.

When my family was thinking of getting a cat, we wanted to provide home to a homeless cat. We camped RSPCA online, eagerly waiting for a kitten to show up. And finally a young kitten showed up. She was small, but she was just right.

Soon after we brought her home we noticed she was really timid and was curled up in a ball. After a couple of days, I earned her trust by spending lots of time, playing with her and petting her. She came from being the small timid kitten, to being the loudest purring machine. Mimiko brought us happiness and we could see rays of joy in her eyes. She has many toys nowadays and enjoys eating 'treats'; she helps me calm myself down and puts a smile on my face whenever I see her cute face. She never strays off too far and always stays around our backyard. Sometimes we see our neighbours showing some love to Mimiko by petting her and giving her treats.

Cats are loveable companions that need you to earn their trust. They can inspire you to be more caring. If you are in need of a companion and need a friend who you can trust – cats are one of the best!

It's The Quadrennial Football Festival!

Farhaan Mohammad Fazle Rabbi

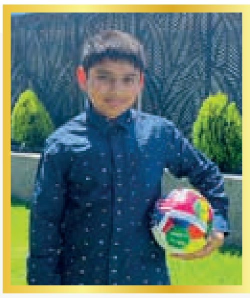

Soccer, the world's largest sport. Every four years, 32 of the world's best socceroos gather to find which nation is the best on the planet through 64 enthralling matches. Sure, it may just be a "kick ball" sport to most people, but the World Cup is literally the biggest event on the planet, which will attract 1.2 million soccer fans to see the games in Qatar in person, and about 5 Billion people will tune in on TV. It's happening right now! Yes! Right now! Even though the World Cup has already kicked off, it's not too late to get in the action!

Just quite briefly to start things off, the 32 nations in the tournament start in what's called the Group Stage, in which these teams are divided into 8 groups of 4. Teams play everyone in their group once. In matches, teams earn 3 points for a win, 1 point for a draw, and no points for a loss (obviously). The top two teams from each group advance to the knockout stage.

These matches are played until the final, where we get our world champion! I might add that knockout matches are NERVE-WRACKING, there has to be a winner in these matches to advance to the next round. If in the first 90 minutes, there is no clear winner, the game goes on to extra time. Still no winner then? ENTER….. THE PENALTY SHOOTOUT! Each team has five chances to score a goal directly in front of the goalkeeper, and whoever has the most goals, wins!

You know, while people look to obvious favourites to win the World Cup, such as Brazil, Argentina, France, Germany, Portugal even, there is an opportunity this year for underrated sides to come out on top! Such underdogs to look out for include:

Kings of North American soccer right now, a team who came out of nowhere and bossed the entire continent. Give it up for…Canada!!

Canada have performed exceptionally well in their campaign to qualify for this year's world cup, and they haven't participated in this event since 1986! Whew! So obviously, they're looking to deal damage to the giants of soccer through the likes of exceptional strikers such as Alphonso Davies and Jonathan David and many other remarkable players, all united by a wonderful manager who carried them to the world cup, John Herdman.

They're rising up to be the soccer jewels of Africa (Sorry, not you, Nigeria), having won their first title as African champions this year. The one, the only, SENEGAL!

The Lions of Teranga have a wonderful history of being a formidable African team, defeating France and Sweden in the 2002 world cup in East Asia. Sure, they haven't qualified up till 2018 and this year's 2022, but they're a growing team who've qualified quite nicely, beating Egypt in the playoffs. So who's to say they're lacking the spirit? Senegal will be absolutely determined to make their mark in this world cup.

Deep in the Middle East, lies a cheetah. Many Asian kings fear her, for she holds unmatched glory and skill. The cheetah's name is…
IR Iran.

A beautiful, promising nation in soccer with a wonderful squad and manager are currently ranked 1st in Asia. Back in 2018, IR Iran almost made it out of the group, which is quite impressive, considering they were with Iberian giants Spain and Portugal. Well guess what? That same manager who led the promising '18 run has returned, hyping up the Iranian fans by a tenfold! Be sure to look out for the electric partnership between Sardar Azmoun and Mehdi Taremi during their matches!

That's all from me, but before you go, why don't you take a look at these awesome, world-class stadiums which are hosting this world cup?

Notes:
You know the colourful football you see in my photo? I painted it with my own hands with the flags of all the World Cup nations out of enthusiasm for the tournament! It's not hard, you could do the same as well!

FIFA WORLD CUP Qatar2022

GROUP A	GROUP B	GROUP C	GROUP D
QATAR	ENGLAND	ARGENTINA	FRANCE
ECUADOR	IRAN	SAUDI ARABIA	AUSTRALIA
SENEGAL	UNITED STATES	MEXICO	DENMARK
NETHERLANDS	WALES	POLAND	TUNISIA

GROUP E	GROUP F	GROUP G	GROUP H
SPAIN	BELGIUM	BRAZIL	PORTUGAL
COSTA RICA	CANADA	SERBIA	GHANA
GERMANY	MOROCCO	SWITZERLAND	URUGUAY
JAPAN	CROATIA	CAMEROON	SOUTH KOREA

How the BMS NSW has influenced my aspiration?

Pareeza Reza

What is a doctor, you may ask? By terms in the dictionary, a doctor is a person who is qualified to treat people who are ill. But in my eyes, a doctor is more than just a person who treats, aids and earns a certain amount of money. Nothing can top the virtue of supporting others both mentally and physically. I can see the pride and the passion amongst the doctors of Bangladeshi origin; They genuinely deserve a salute and recognition who migrated from their motherland but wholeheartedly support the local community and try their best to help the local Bangladeshi community and work tirelessly to raise their children with substantial moral value.

I will begin by revealing a relatable secret that may apply to many children whose parents are in the Bangladesh Medical Society, NSW. I did not want to be a doctor for the longest time of my life, simply because I felt it was an obligation. For many children, even those with parents who are not necessarily doctors, becoming a doctor is like enforcement, something you must become. It's a typical thing a parent from the Indian Subcontinent may want a child to be, a doctor but what for? Indeed, there is a reason as to why being a doctor is so commended. But, to spite the wants of my parents, I wanted to be anything other than a doctor, e.g., an astronaut, a mad scientist, a maths teacher or a pianist but never been a doctor! But I recently realized that there is no other profession as noble and generous as one of a kind, caring doctor. Never in my 14 years of existence would I have thought I would be poisoned into feeling the need to be a doctor, just like my parents. Seeing the community work their hardest to provide for others and continue building and sustaining relationships with other Bangladeshi doctors spread across all of Australia was so joyous. It felt as though everyone belonged and had a sense of community, being so emotionally and culturally attached to Bangladesh.

Spending much time with my parents and surrounding family friends and attending many cultural events and social gatherings made me realize how much of a home away from home the Bangladesh Medical Society was for many doctors. Seeing loved ones genuinely enjoy their time as a doctor and a member of BMS, NSW, makes me appreciate that the medical community is doing its utmost best to sustain Bangladeshi culture in a busy westernized country like Australia. The majority, if not all, of my closest family and friends are doctors who are a part of this fabulous community, and it has been my biggest inspiration by far. Being a part of the community that comes with being a doctor is just as appealing as being a doctor on its own. Now I certainly am not only preaching this particular profession, but I will say that no other profession holds the same. No wonder why I am fond of BMS, NSW!